GJC CONNECT

Vol. 1 Issue No. 1 19-Feb-2023 Sunday Pages - 6

www.gjc.org.com

NEWSLETTER

ভারতের একটি শক্তিশালী স্বর্ণ নীতি প্রয়োজন যা স্বর্ণ চোরাচালান রোধে স্বর্ণ আমদানি শুল্ককে যুক্তিসঙ্গত করবে।

GJC 360°

গার্ড পরিবর্তন: জিজেসি নিয়ন্ত্রণ করছেন সায়াম মেহরার নেতৃত্বাধীন সিওএ

জিজেসি প্রতিনিধিদল অর্থমন্ত্রীর সাথে বর্তমান চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করে

জিজেসি প্রতিনিধিদল অর্থমন্ত্রীর সাথে বর্তমান চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করে

জিজেসি'র নতুন নেতৃত্ব জিএসটি ও কাস্টমস ডিউটি সুসংহত করতে প্রস্তুত

3

কাস্টমস ডিউটি ৪ শতাংশে নামিয়ে আনলে ব্যবসা বাড়বে ১০ শতাংশ।

সায়াম মেহরা, জিজেসি সভাপতি

4

INSIDE

Industry Bytes

বেঙ্গালুরুতে জুয়েলারি পার্ক গড়ে তুলতে চাইছে কর্ণাটক সরকার

কল্যাণ জুয়েলার্সের নিট মুনাফা বছরে ১০ শতাংশ বেড়ে ১৪৮ কোটি টাকা

5

Lux-Watch

কোন দেশ বিলাসবহুল আইটেমগুলিতে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করে?

6

এমএসএমইগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির পথে

By
Titto Eapen

এমএসএমই সেক্টরে প্রায় ৬৩ মিলিয়ন উদ্যোগ রয়েছে, যা ভারতের জিডিপিতে ৩০ শতাংশ, উত্পাদনে ৪৫ শতাংশ এবং রফতানিতে ৪০ শতাংশ অবদান রাখে। সরকারী তথ্য অনুযায়ী, এটি 113 মিলিয়নেরও বেশি লোককে নিয়োগ দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে এই খাতটি বেশ কয়েকটি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

প্রথমটি ছিল নোট বাতিল, তারপরে এনসিএলটি এবং জিএসটি, যা স্থির হতে সময় নিয়েছিল, তারপরে অর্থনীতির মন্দা, কোভিড -১৯ এবং সম্প্রতি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা। ফলস্বরূপ, ২০২২-২৩ সালে ১০,৬৫৫ টি অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এমএসএমই) বন্ধ হয়ে গেছে, যা গত চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

"আর্থিক তারল্য, ঋণ পরিশোধ, মজুরি ও বেতন, সংবিধিবদ্ধ বকেয়া ইত্যাদির মতো নির্দিষ্ট ব্যয় মেটাতে খাতটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল। পিএইচডি চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (পিএইচডিসিসিআই) এমএসএমই কমিটির সভাপতি মোহিত জৈন বলেন, "কাঁচামালের দামও বহুগুণ বেড়েছে, যার ফলে উৎপাদন খরচ বেড়েছে, যা নগদ প্রবাহকে প্রভাবিত করেছে। ভারতের প্রাক্তন প্রধান পরিসংখ্যানবিদ প্রণব সেনের মতে, এমএসএমই সেক্টরের অবস্থা, যা অর্থনীতির ৩০ শতাংশ এবং সম্ভবত ৪০ শতাংশ নিযুক্ত করে, এটি সবচেয়ে উদ্বেগজনক এবং গুরুতর সমস্যা যা মোকাবেলা করতে হবে।

তাছাড়া, মহামারীর সময় এবং পরে যারা মারা গেছেন এবং নিখোঁজ হয়েছেন তাদের প্রায় ২০ শতাংশকে প্রতিস্থাপন রে জন্য নতুন এমএসএমই তৈরি করা হবে কিনা তার উপরও অনেক কিছু নির্ভর করে।

সুরাটের ডায়মন্ড হাবও ২০০৮ সালের পর সবচেয়ে খারাপ বেকারত্ব সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। গত দু'বছরে এই শিল্পে ১,২৫,০০০ জনেরও বেশি কর্মী ছাঁটাই হয়েছে। তদুপরি, ভূ-রাজনৈতিক কারণ, অভ্যন্তরীণ তারল্য সংকট এবং আমদানি শুল্ক এবং জিএসটি সম্পর্কিত বিষয়গুলি সহ বেশ কয়েকটি কারণের কারণে শ্রম নিবিড় হীরা পলিশিং খাত উজ্জ্বলতা হারাচ্ছে।

২০১৮ সালের ডিসেম্বর থেকে, প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ, যাদের বেশিরভাগই কাঁচা হীরা কাটা ও পালিশ করার কাজে নিয়োজিত শ্রমিক, তাদের চাকরি হারিয়েছেন, যা ২০০৮ সালের বৈশ্বিক মন্দার পর সবচেয়ে খারাপ সংকট।

রত্ন ও গয়নার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যা মূলত একটি এমএসএমই খাত যা ১০ মিলিয়নেরও বেশি লোককে নিয়োগ দেয়। যাইহোক, আজ ৫,০০০ বছরের পুরানো ভারতীয় রত্ন ও অলঙ্কার শিল্পের উত্তরাধিকার এবং শৈল্পিক প্রতিভা বিস্মৃতিতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অস্তিত্বের সংকটের লক্ষণ আজ সর্বত্র দৃশ্যমান। অর্থনৈতিক মন্দা এবং চাহিদার অভাবের কারণে গহনা বিক্রি হ্রাস পাচ্ছে। স্বর্ণের

দাম বাড়ছে, হীরা রফতানি কমছে, ছাঁটাই এবং শাটডাউন সাধারণ বিষয়। সংস্কারের নামে, নীতিগত দ্বন্দ্বে এবং মেনে চলার নামে ইন্সপেক্টর রাজ নিত্যনৈমিত্তিক।

> "আমরা সোনার উপর শুল্ক হ্রাস আশা করেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত, তা ঘটেনি। অর্থমন্ত্রী স্বর্ণের উপর শুল্ক কমানোর পরিবর্তে রুপার উপর শুল্ক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"
> এম পি আহমেদ, চেয়ারম্যান, মালাবার গ্রুপ

ব্যাংকগুলি তাদের মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হ্রাস পাচ্ছে, যখন সম্প্রসারণ নগণ্য। বারবার অভিযান, নির্বিচারে জব্দ এবং অন্যায্য শাস্তি ব্যবসার নতুন নিয়মে পরিণত হয়েছে। একই সঙ্গে অর্ধেক বিশ্ব থেকে দূরে বোর্ডরুমে গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে নতুন নীতিমালা ও প্রবিধান প্রণয়ন করা হচ্ছে অনুমানমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে। ফলে জীবিকা নির্বাহের জন্য হিমশিম খাচ্ছেন ক্ষুদ্র জুয়েলারি ও কারিগররা।

স্বর্ণের উপর উচ্চ আমদানি শুল্ক কেবল সোনার গহনা বিক্রয়কে প্রভাবিত করেনি বরং কারিগরদের জীবিকাকেও হুমকির মুখে ফেলেছে। জয়পুরে কুন্দন, মীনা এবং সোনার গয়নার ব্যবসায় জড়িত কারিগররা চেয়েছিলেন যে পরিস্থিতি উন্নত করতে সহায়তা করার জন্য সরকার কিছু নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক এবং দাবি করে যে যদি গহনা খাতের পরিস্থিতি একই থাকে তবে শিল্পের অনেককে ব্যবসা ছেড়ে চলে যেতে হতে পারে।

জিজেসি সভাপতি সৈয়াম মেহরা রয়টার্সকে বলেন, ভারতে স্বর্ণের দাম বাড়ার ফলে কেবল আন্তর্জাতিক কারণেই নয়, উচ্চ আমদানি শুল্ক এবং জিএসটির মতো অভ্যন্তরীণ কারণগুলির কারণেও দাম কমেছে। আজ লোকেরা সোনার গহনা কিনতে আসছে না কারণ তারা জানে যে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল। সুতরাং, আমরা আশা করেছিলাম যে সরকার বাজেটে আমদানি শুল্ক কমিয়ে ৬ শতাংশে নামিয়ে আনবে।

সরকার শাস্তিমূলক নীতিমালা দিয়ে পুঁজি-শ্রম-নিবিড় শিল্পকে অবহেলা করতে পারে না। উচ্চ আমদানি শুল্ক কাঠামো শিল্পের জন্য ক্ষতিকারক এবং ক্রমবর্ধমান চোরাচালানের সাথে সরকারের জন্য বিপর্যয়কর। নীতিগুলি ছাড়াও, শিল্পে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার পাশাপাশি কারিগরদের কাজের পরিবেশ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে প্রচুর পরিবর্তন প্রয়োজন।

যথাযথ পেশাগত নির্দেশিকা, কাজের পরিবেশ এবং সময়মত বেতন বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পের কারিগরদের স্তর বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। শিল্পের সামনে দ্বিতীয় বড় চ্যালেঞ্জ হ'ল সহস্রাব্দকে সম্মিলিতভাবে গহনা খাতে নিয়ে আসা।

জিজেসি, জিজেইপিসি, ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল, জিআইএ, ফরেভার মার্ক এবং প্ল্যাটিনাম গিল্ডের মতো সংস্থাগুলি সম্মিলিতভাবে যৌথ প্রচারমূলক ক্রিয়াকলাপ গুলি তৈরি করতে একত্রিত হয় যাতে সহস্রাব্দের মধ্যে গয়নার প্রতি আস্থা তৈরি হয়।

আজ, উদ্ভাবনী প্রচারমূলক প্রচারণার মাধ্যমে বৃহত্তর আকারে স্বর্ণ, হীরা এবং প্ল্যাটিনামকে পারস্পরিকভাবে প্রচার করা ছাড়া শিল্পের কোনও বিকল্প নেই।

> "সোনার ওপর শুল্ক ১২.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা সঠিক পথে একটি পদক্ষেপ।"
> সোমসুন্দরম পিআর ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের আঞ্চলিক সিইও, ভারত

Chairman's Desk

সাইয়াম মেহরা, সভাপতি, জিজেসি

আমরা GJC-তে ক্রেডিট প্রবাহ, চাহিদা হ্রাস, সোনার দাম বৃদ্ধি এবং উচ্চ শুল্ক শুল্কের মতো সমস্যাগুলি মোকাবেলার জন্য বহুমুখী যুদ্ধ করছি। আমরা এই বিষয়গুলো সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করেছি এবং ইতিমধ্যেই সরকারকে আমাদের পরামর্শ দিয়েছি। আমরা ব্যাংকারদের সাথে ক্রেডিট সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থ মন্ত্রকের সাথে আলোচনা করার জন্য একটি অ্যাকশন কমিটি গঠন করছি এবং সোনার উপর ভারী আমদানি শুল্ক কাঠামো কমানোর জন্য একটি বন্ধুত্বপূর্ণ উপায় খুঁজে বের করছি। সম্প্রতি, বর্তমান ইকোসিস্টেমের দৃশ্যমান চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য আমরা ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রক এবং জিএসটি কমিশনারের কাছে একটি প্রতিনিধি দল নিয়েছিলাম।

আমরা ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল, ফরেভারমার্ক, জিআইএ এবং প্ল্যাটিনাম গিল্ডের মতো স্টেকহোল্ডারদের সাথেও আলোচনা করছি যাতে মিলেনিয়ালদের লক্ষ্য করে এবং গহনা বিক্রয় বাড়ানোর জন্য সম্মিলিতভাবে এই প্রচারাভিযান শুরু করা যায়।

আমরা দুবাই শপিং ফেস্টিভালের আদলে আমাদের বহুপ্রতীক্ষিত লাকী লক্ষ্মী প্রকল্পটি পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা করছি। আমরা সমগ্র গহনা সম্প্রদায়কে একটি সংগঠিত ক্ষেত্র হিসাবে আনতে চাই। আমরা আমাদের শিক্ষাগত বেনিফিট প্রোগ্রামের সাথে ছোট শহর এবং গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করব।

অল ইন্ডিয়া জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি ডোমেস্টিক কাউন্সিল (জিজেসি) রত্ন ও গহনা শিল্পের রক্ষক এবং রক্ষক হিসাবে তার যাত্রার ১৭ বছর পূর্ণ করেছে। এই ১৭ বছরে আমরা অনেক সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছি। আজ, আমি গর্বের সাথে বলতে পারি যে জিজেসি সরকারের সাথে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে শিল্পের বেশিরভাগ সীমাবদ্ধতার সমাধান করেছে। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে, জিজেসি শিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে এবং দূরবর্তী গ্রামগুলির ক্ষুদ্রতম জুয়েলার্সদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে।

আজ, জিজেসি সরকার এবং শিল্পের মধ্যে একটি সেতু হিসাবে কাজ করছে। আমরা সাম্প্রতিক অতীতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের কাছে বেশ কয়েকটি উপস্থাপনা করেছি এবং জিএসটি, হলমার্কিং, পিএমএলএ এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধান খুঁজে পেয়েছি। প্রচার, সুরক্ষা এবং অগ্রগতির আমাদের মূল দর্শন শিল্পকে আরও অনুগত এবং স্বচ্ছ হতে এবং দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সহায়তা করেছে।

এছাড়াও, বিদ্যমান বাণিজ্য মেলায় মাঝারি এবং ছোট নির্মাতাদের কথা মাথায় রেখে, জিজেসি ইন্ডিয়া জেম অ্যান্ড জুয়েলারি শো (জিজেএস) আকারে তার অত্যাধুনিক প্রদর্শনী নিয়ে এসেছে। প্রদর্শনীর পরবর্তী সংস্করণে প্রায় ৪০০ প্রদর্শক এবং সারা দেশ থেকে প্রায় ১৫,০০০ ক্রেতা উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

Vice Chairman

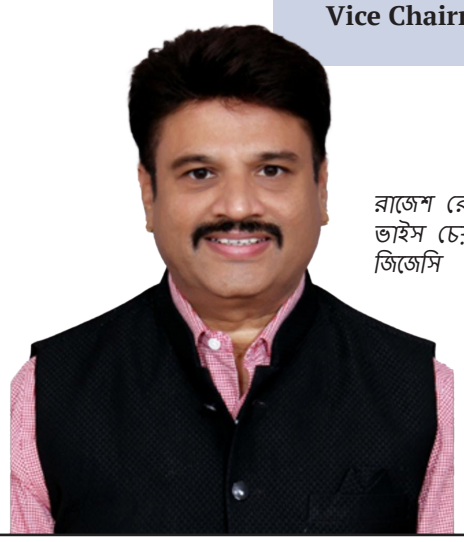

রাজেশ রোকাদে ভাইস চেয়ারম্যান জিজেসি

Editor

সুয়শ সঞ্জয় আগরওয়াল পরিচালক, জিজেসি এবং সম্পাদক জিজেসি কানেক্ট

বর্তমান বাস্তবতা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছে যে আমাদের সমাজ এবং আমাদের অর্থনীতিতে কিছু পরিষেবা পৃথকভাবে সরবরাহ করা হয় এবং সহ-স্থান প্রয়োজন। যাইহোক, মহামারী এবং লকডাউন বিধিনিষেধ এবং প্রোটোকলগুলি মৌলিকভাবে এই অনুমানগুলিকে চ্যালেঞ্জ করেছে। তিনি মিডিয়া এবং তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষের আচরণ এবং অভ্যাসে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছেন। এই অস্বাভাবিক সময়ে রান্না, ব্যায়াম বা বাসা থেকে কাজ করার সময় লোকেরা আরও বেশি অনলাইন সামগ্রী গ্রহণ করে।

যেহেতু লক্ষ লক্ষ মানুষ সামঞ্জস্যপূর্ণ লকডাউন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, আমাদের ডিজিটাল জীবন আর কখনও একই রকম হতে পারে না। ভিডিও কনফারেন্স এবং অনলাইন শিক্ষা থেকে অনলাইন ওয়েবিনার স্ট্রিমিং পর্যন্ত অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়েছে - এবং এর মধ্যে কিছু অভ্যাস অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

মহামারী চলাকালীন, বিভিন্ন ছোট এবং মাঝারি খেলোয়াড়রা তাদের দর্শকদের সাথে সংযোগ স্থাপনের উপায় খুঁজে পেতে লড়াই করছে এবং তাদের ব্র্যান্ড উপস্থিতি হারাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে, সাতটি ভিন্ন ভাষায় জিজেসি কানেক্ট নিউজলেটার সমগ্র স্টেকহোল্ডারকে সর্বশেষ তথ্যের সাথে উত্তেজিত থাকতে এবং উন্নত সৃজনশীল সরঞ্জাম এবং কোম্পানি এবং ব্র্যান্ডগুলির বাজেটের মধ্যে আরও লক্ষ্যযুক্ত পৌঁছানোর সাথে স্টেকহোল্ডারদের জন্য আরও অবিশ্বাস্য বিপণনের সুযোগ সরবরাহ করতে সহায়তা করবে।

২০২০ সালে দেশীয় রত্ন ও গহনা ব্যবসাপ্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকার ছিল, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৬০ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছিল। এটি জাতীয় জিডিপিতে প্রায় 7 শতাংশ অবদান রাখে। যাইহোক, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এত প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও, আমরা সবচেয়ে প্রান্তিক খাতগুলির মধ্যে একটি। এই ক্ষেত্রে আরও কণ্ঠস্বর আনতে, আমরা সর্বত্র আপনার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি। জিজেসি সংবাদপত্রটি ভারতে অনন্য হবে, সাতটি ভিন্ন ভাষায় স্টেকহোল্ডারদের তথ্য এবং অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করবে।

স্টেকহোল্ডাররা তাদের হাতের মুঠোয় শূন্য খরচে পাক্ষিক আপডেট এবং তথ্য পাবেন। একই সময়ে, একটি ডিজিটাল-বন্ধুত্বপূর্ণ পদ্ধতি অস্থিতিশীল বাজারের অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বিশেষজ্ঞ সামগ্রীর সাথে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি এবং দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করবে। এই সংবাদপত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আকার বা অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে কোনও বৈষম্য ছাড়াই একটি বৈপ্লবিক মূল্য পয়েন্টে সমগ্র ভ্যালু চেইনকে একটি সর্ব-অন্তর্ভুক্ত বিপণন প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করা। এমনকি ক্ষুদ্রতম জুয়েলার্সও এই সংবাদপত্রে অংশ নিতে পারেন এবং প্রতি ১৫ দিনে চার লক্ষেরও বেশি জুয়েলার্সের কাছে পৌঁছাতে পারেন। জিজেসি কানেক্ট ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জুয়েলার্সদের একটি অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করবে, কারণ তারা ইন্টারনেট এবং স্মার্টফোনের ন্যূনতম অ্যাক্সেসের সাথে এতে অংশ নিতে পারে।

Co-Editor

নীলেশ শোভন পরিচালক, জিজেসি এবং সহ-সম্পাদক, জিজেসি কানেক্ট

জিজেসি পরিচালনার দায়িত্বে সিওএ-র নেতৃত্ব দিচ্ছেন সৈয়াম মেহরা

অল ইন্ডিয়া জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি ডোমেস্টিক কাউন্সিল (জিজেসি) সায়াম মেহরাকে নির্বাচিত করেছে।

দুই বছরের জন্য সভাপতি এবং রাজেশ রোকাদে সহ-সভাপতি হিসাবে। অন্যান্য নবনির্বাচিত বোর্ড পরিচালক, যা গভর্নেন্স কমিটি নামে পরিচিত

জিজেসি (সিওএ) হলেন অমিত সোনি, সুয়াশ আগরওয়াল, ডঃ রবি কাপুর, অশোক কুমার জৈন এবং সাহিল মেহরা। বর্ধমান আশীষ কোঠারি এবং কেতন চোকসিকে সমন্বিত সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ইউনিক চেইনের মালিক সায়াম মেহরা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জিজেসি-র সঙ্গে যুক্ত। বছরের পর বছর ধরে, তিনি শিল্পের সুবিধার জন্য উদ্ভাবনী প্রোগ্রামগুলি সফলভাবে ধারণা এবং বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি আবগারি, জিএসটি, কাস্টমস ডিউটি, পিএমএলএ প্রভৃতির মতো অনেক জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

"আমি বোর্ডের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং জাতীয় ঘরোয়া কাউন্সিল পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্মানের বিষয়। আমরা সরকারের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করব এবং শিল্পের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরব। সরকারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, আমার প্রথম প্রচেষ্টা হবে দেশীয় শিল্পের মধ্যে আরও সমন্বয় আনতে ভারতজুড়ে জুয়েলার্সদের রূপান্তর এবং সক্রিয় করা।

"আমরা সমগ্র শিল্পকে একত্রিত করার চেষ্টা করব এবং জিজেসির এক শিল্প, এক কণ্ঠের লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করব। জিজেসি আরও অনেক জুয়েলার্সকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করবে এবং

নীতিতে একটি সমন্বিত পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য তাদের সহযোগিতাকে আরও সংগঠিত করার জন্য পরিবর্তন। আমরা ব্যাংকিং খাতের মতো বিতর্কিত বিষয়গুলিও মোকাবেলা করতে চাই।

(জিঅ্যান্ডজে) জিঅ্যান্ডজে খাতকে ঋণ প্রদানে দ্বিধা।"

রোকদে জুয়েলার্সের রাজেশ রোকদে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ফ্যাশন গহনাগুলিতে বেঞ্চমার্ক তৈরির দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পরিচিত, যা ডিজাইন এবং শিল্পকলায় শ্রেষ্ঠত্ব দেখায়। তার নির্বাচিত হওয়ার পরে, বোর্ড এই সমস্ত বছর ধরে উদ্ভাবন এবং ভবিষ্যতের প্রবণতাগুলি কল্পনা করার জন্য তার প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করেছিল এবং আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছিল যে তিনি শিল্পের সুবিধার জন্য কাজ চালিয়ে যাবেন।

তিনি বলেন, 'এই শীর্ষ স্থানীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে কাজ করা এবং এই অঞ্চলজুড়ে এর সদস্য জুয়েলার্সদের উন্নয়নে অবদান রাখা আমার জন্য গর্বের বিষয়। শিল্পকে আরও সংগঠিত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। জিজেসি শিল্পের জন্য আরও ভাল এবং নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা অব্যাহত রাখবে, "রোকাদে জি বলেছেন।

একটি ই-ভোটিং নির্বাচন প্রক্রিয়া একটি অনুমোদিত স্বাধীন ব্যক্তির (রিটার্নিং অফিসার) তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ নির্বাচন পরিচালনা করে, এবং ডিজিটাল এজেন্সি যেটি ভোটিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছিল, উভয়ই GJC দ্বারা নিযুক্ত।

জিজেসি প্রতিনিধিদল অর্থমন্ত্রীর সাথে বর্তমান চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করে

গত বছর 2021-22 জিজেসি-র চেয়ারম্যান আশিস পেথে, ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়াম মেহরা, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নীতিন খান্ডেলওয়াল এবং কর উপদেষ্টা সিএ ভাবিন মেহতার নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে দেখা করেন। জিজেসি জিজেসি আলোচনায় সরকারকে স্বর্ণ ও গহনাকে আরও গ্রাহকবান্ধব করার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ ঘোষণা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে সমান মাসিক কিস্তির মাধ্যমে গহনা কেনার অনুমতি দেওয়া, যেমন একজন ভোক্তা টেকসই পণ্য কিনতে পারেন, লেনদেনে ক্রেডিট কার্ড কমিশন হ্রাস করতে পারেন এবং সরকারের স্বর্ণ নগদীকরণ প্রকল্পটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন।

বছরের পর বছর ধরে, রত্ন ও গহনা শিল্প বিভিন্ন বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে গেছে। ২০১৩ সালে, স্বর্ণের উপর আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছিল কারণ তৎকালীন ইউপিএ সরকার চলতি অ্যাকাউন্টের ঘাটতি এবং রুপির অবমূল্যায়ন নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। এছাড়া ২ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের সোনা ও গয়না কেনার ক্ষেত্রে প্যান কার্ড বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০১৬ সালে নোট বাতিলের ফলে নগদ লেনদেন কমে যাওয়ায় বিক্রয়ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

বিশেষ করে, কাউন্সিল চায় যে ২০১৫ সালে সরকার কর্তৃক চালু করা গোল্ড মনিটাইজেশন স্কিম (জিএমএস) আরও আকর্ষণীয় হোক, যা দেশকে সোনার আমদানি হ্রাস করতে এবং ফলস্বরূপ চলতি অ্যাকাউন্টের ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে।

অতএব, জিজেসি জিজেসি গোল্ড মনিটারি স্কিমকে আরও জোরালো করার এবং সরকার এবং নাগরিকদের উপকৃত করার পরামর্শ দিয়েছে।

এই ধরনের পদক্ষেপগুলি ২৪,০ টন পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ সোনার মজুদ উন্মুক্ত করবে, যা ভারতের বার্ষিক সোনার চাহিদা ৬৫০-৭০০ টনের চেয়ে অনেক বেশি। জিজেসির মতে, গহনা কেনার জন্য নেওয়া ঋণকে ব্যক্তিগত ঋণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে সুদের হার বেশি। শিল্প সংস্থাটি পরিবর্তে গয়না কেনার জন্য ইএমআই সুবিধা উপলব্ধ করতে চায়, যদিও বুলিয়ান এবং কয়েন কেনার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ অব্যাহত থাকতে পারে।

এছাড়াও, গত কয়েক বছরে স্বর্ণ ও গয়নার দাম বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, জিজেসি জিজেসি গয়না কেনার জন্য প্যান কার্ড জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয় সীমা বিদ্যমান ২ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করার সুপারিশ করেছে।

অর্থমন্ত্রীর কাছে গহনা শিল্পের উদ্বেগের কথা পুনর্ব্যক্ত করল জিজেসি

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের সঙ্গে বাজেট পরবর্তী আলোচনায় অংশ নেন জিজেসি চেয়ারম্যান সৈয়াম মেহরা এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজেশ রোকাদে।

চেয়ারম্যান এমন চমৎকার, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রবৃদ্ধিমুখী বাজেটের জন্য অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি কারিগরদের জন্য অনেক কাজ করার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান এবং বলেন যে বাজেটে দক্ষতা উন্নয়নের দিকেও মনোনিবেশ করা হয়েছে।

জিজেসি নিম্নলিখিত হিসাবে গুরুতর উদ্বেগও উত্থাপন করেছে:

শুল্ক হ্রাস: মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে জিজেসির কাছ থেকে বিস্তারিত প্রতিবেদন চেয়েছে।

রাজস্ব সচিব মৌখিকভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে মুখোমুখি যোগাযোগের সময় কাজের কাজের উপর ৫% শুল্ক আরোপ করা হবে। তারা শীঘ্রই একটি অফিসিয়াল ব্যাখ্যা শেয়ার করবে।

গোল্ড মনিটাইজেশন স্কিম: মন্ত্রক পরামর্শ দিয়েছে যে তারা এটি খতিয়ে দেখবে। এনআরআইদের জিএসটি রিফান্ড পাওয়া উচিত, যার জন্য মন্ত্রক আশ্বাস দিয়েছে যে তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখবে এবং শীঘ্রই একটি সমাধান সরবরাহ করবে।

গয়নার উপর ইএমআই: উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও, জিজেসি চেয়ারম্যান ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা আরোপিত ক্রেডিট কার্ড কমিশনে গয়নার ঘাটতি সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

জিজেসি'র নতুন নেতৃত্ব জিএসটি ও কাস্টমস ডিউটি সুসংহত করতে প্রস্তুত

কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর ও শুল্ক বোর্ডের (সিবিআইসি) জিএসটি পলিসি উইং-২-এর চেয়ারম্যান সায়াম মেহরা, ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ রোকাদে এবং ভাবিন মেহতা জব ওয়ার্ক সম্পর্কিত পরিষেবাগুলিতে জিএসটি এবং পাইকারি বিক্রেতাদের উপর এর প্রভাব রে বিষয়টি উত্থাপন রে জন্য বৈঠক করেন। রত্ন ও গহনা শিল্প, বিশেষ করে স্বর্ণ ও রৌপ্য রে উপর ১৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের বিষয়ে কাস্টমসের প্রধান কমিশনার প্রমোদ কুমার আগরওয়ালের কাছে একটি উপস্থাপনাও উপস্থাপন করেন চেয়ারম্যান। জিজেসি আত্মবিশ্বাসী যে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির সাথে তার অব্যাহত যোগাযোগ শিল্পের জন্য দরকারী ফলাফল দেবে।

কাস্টমস ডিউটি ৪ শতাংশে নামিয়ে আনলে ব্যবসা বাড়বে ১০ শতাংশ।

Saiyam Mehra,
GJC Chairman

তিনি বলেন, “রত্ন ও অলঙ্কার খাতে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। জিজেসিতে, আমরা আগামী মাসগুলিতে একের পর এক এই বিষয়গুলি উত্থাপন করব এবং আমরা সরকারকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানাতে শুরু করেছি। জিজেসি’র সভাপতি সায়াম মেহরা টিটো আপেনের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় বলেন, “আমরা এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য একটি বাহিনীও গঠন করেছি।

শিল্পটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর সাথে লড়াই করছে, এবং আপনি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আপনি কোন বিষয়গুলো উত্থাপন করতে যাচ্ছেন?

ব্যাংকিং সংকট থেকে শিল্পকে বের করে আনা একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার। ব্যাংকিং খাতের কারণে এ শিল্প সংকটে পড়েছে, কারণ একদিকে ব্যাংকগুলো নতুন ঋণ দিয়ে আমাদের সহায়তা করছে না; অন্যদিকে, তারা বর্তমান ঝুঁকি থেকে সরে আসছে। ফলে ঋণ পরিশোধের জন্য জুয়েলার্সদের মজুদ কমানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এই দুর্দশায় জ্বালানি যোগ করা সোনার প্রতি গ্রাহকদের অনুভূতি যা উচ্চ স্বর্ণের দামের কারণে খুব দুর্বল। সুতরাং, সংক্ষেপে, শিল্পটি ভয়ানক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমি এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জিজেসির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আমার প্রধান অগ্রাধিকার হবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে বসে কীভাবে শিল্পে অর্থ আনা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা।

আপনি কি ব্যাংকিং খাতের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার পরিকল্পনা করছেন?

হ্যাঁ! আমরা নেতৃস্থানীয় ব্যাংক এবং আরবিআইয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করার পরিকল্পনা করছি। আমরা তাদের এবং ইন্ডিয়ান ব্যাংকস অ্যাসোসিয়েশনের সাথে দেখা করব এবং সঙ্কটের মতো পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খুঁজে বের করব। আমি পুনরায় বলতে চাই যে নীরব মোদী লক্ষ লক্ষ জুয়েলার্সদের মধ্যে ছিলেন যারা ব্যাংকারদের কাছ থেকে ক্রেডিট সুবিধা উপভোগ করছিলেন। নীরব মোদী ঋণ খেলাপি হয়ে পালিয়ে গেছেন বলে আপনি পুরো সেক্টরকে শাস্তি দিতে পারবেন না এবং তাদের বন্ধ করতে বাধ্য করতে পারবেন না।

আপনার কার্ডে আর কী কী পরিকল্পনা আছে?

কার্ডের পরবর্তী জিনিসটি হ’ল ভোক্তাদের ইএমআইতে স্বর্ণ কেনার অনুমতি দেওয়ার জন্য সরকারের সাথে পরামর্শ করা। তিন থেকে চার বছর আগে এটির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তবে পরে সরকার চলতি অ্যাকাউন্ট ঘাটতির কারণে প্রকল্পটি প্রত্যাহার করে নেয়। এখন সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠেছে, এবং সরকারের সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করা দরকার এবং ভোক্তাদের জন্য ইএমআইতে স্বর্ণ কেনা শুরু করা সহজ তর করা দরকার, যার ফলে শিল্পে 5-6 শতাংশ বেশি টার্নওভার হবে।

আরেকটি সমস্যা যা আমি সমাধান করতে চাই তা হ’ল প্যান কার্ডের সীমা, যেখানে গ্রাহকরা প্যান কার্ড ছাড়া ২ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের গয়না কিনতে পারবেন না।এখানে সরকারকে বুঝতে হবে যে গহনা কিনতে আসা প্রচুর লোক কৃষি ক্ষেত্র থেকে আসে এবং তাদের কাছে পর্যাপ্ত আয়ের প্রমাণ নাও থাকতে পারে কারণ তাদের আয় অ-করযোগ্য উত্স থেকে আসে। ফলস্বরূপ, জুয়েলার্সদের পক্ষে কৃষক এবং কৃষকদের প্যান বিবরণ পাওয়া চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে কারণ তাদের অনেকেরই প্যান কার্ড নেই কারণ তাদের প্রয়োজন নেই।

প্যান কার্ডের সীমা সম্পর্কিত দ্বিতীয় সমস্যাটি ঘটে যখন লোকেরা তাদের পুরানো স্টক বিনিময় করতে আসে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের বুঝতে হবে যে ভারতের একটি গড় মধ্যবিত্ত পরিবারে কমপক্ষে ১০০ থেকে ৩০০ গ্রাম সোনা রয়েছে, যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে আসতে পারে। আজ, ১০০-১৫০ গ্রাম সোনার দাম প্রায় ৪-৫ লক্ষ টাকা, এবং অনেক ক্ষেত্রে, মানুষের কাছে তাদের পুরানো সোনার প্রতিস্থাপনের জন্য প্যান কার্ড নেই এবং ফলস্বরূপ সোনা আর্থিকভাবে আসছে না।

আপনি সরকারের কাছ থেকে প্যান সীমা কী চাইছেন?

আমরা চাই প্যান কার্ডের সীমা বর্তমান ২ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হোক। সরকারের বোঝা উচিত যে অসংগঠিত ক্ষেত্র ধীরে ধীরে সংগঠিত ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। তবুও, যদি প্যান কার্ডের সীমা একটি উল্লেখযোগ্য বাধা হিসাবে অব্যাহত থাকে তবে আমি সন্দেহ করি যে ইতিমধ্যে বিদ্যমান সংগঠিত ক্ষেত্রটি অসংগঠিত খাতে ফিরে আসতে পারে। আমাদের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং জিজেসিতে আমরা আগামী মাসগুলিতে একের পর এক এই বিষয়গুলি গ্রহণ করছি এবং ইতিমধ্যে সরকারের কাছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানাতে শুরু করেছি। এসব সমস্যা সমাধানে আমরা একটি টাস্কফোর্সও গঠন করেছি।

উচ্চ শুল্ক শিল্পের সামনে আরও একটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। জিজেসি কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করবে?

গত চার বছরে আমরা সরকারের কাছে অসংখ্য আবেদন জানিয়েছি, কিন্তু কিছুই হয়নি। আমরা সুপারিশ করেছি যে সরকার কাস্টমস ডিউটি ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশ করুক কারণ সিএডি ইস্যুটি এখন যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
আমরা চাই প্যান কার্ডের সীমা বর্তমান ২ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হোক। সরকারের বোঝা উচিত যে অসংগঠিত ক্ষেত্র ধীরে ধীরে সংগঠিত ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। তবুও, যদি প্যান কার্ডের সীমা একটি উল্লেখযোগ্য বাধা হিসাবে অব্যাহত থাকে তবে আমি এটি সন্দেহ করি।
শিল্প পর্যবেক্ষক হিসেবে সরকার যদি শুল্ক কমিয়ে ৪ শতাংশ করে দেয়, তাহলে বাণিজ্য শুধু ১০ শতাংশই বাড়বে না, স্বর্ণ চোরাচালানও অপরাধীদের কাছে কম আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। তবে বর্তমান সরকার স্বর্ণের প্রতি খুবই বৈরী।

আগামী পাঁচ বছরের জন্য আপনার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কী?

আমি এই শিল্পের বৃদ্ধি সম্পর্কে খুব আশাবাদী কারণ আগামী ৭ থেকে ৮ বছরের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতি মাত্র দুই অঙ্কে বৃদ্ধি পেতে চলেছে।
উপরন্তু, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, এবং ডিসপোজেবল আয় আরও ভাল হবে, যা আমাদের অঞ্চলের জন্য আরও বিস্তৃত সুযোগ সরবরাহ করবে। সুতরাং একটি শিল্প হিসাবে আমাদের একত্রিত হওয়ার এবং সহস্রাব্দের মধ্যে আস্থা তৈরি করার এটাই সঠিক সময় যে গহনা কেবল একটি ফ্যাশন বিবৃতি নয় বরং একটি বিনিয়োগও। আমরা যদি এখনই তা না করি, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা হেরে যাব।

জিজেসি কীভাবে মিলেনিয়াল চ্যালেঞ্জের একটি সামগ্রিক সমাধান সরবরাহ করবে?

জিজেসি, একটি ব্যবসায়িক কাউন্সিল এবং শিল্পের পরামর্শদাতা হিসাবে, গহনা খাতে সহস্রাব্দদের আকৃষ্ট করার জন্য বেশ কয়েকটি আউটরিচ এবং প্রচারমূলক ইভেন্ট পরিচালনা করবে। আমরা প্রিন্ট মিডিয়া এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে তাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করব এবং গহনা খাতে তাদের বিশ্বাস গড়ে তুলতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করব। উপরন্তু, আমরা ডিজাইনার এবং কারিগরদের সহস্রাব্দের জন্য ডিজাইন প্রস্তুত করতে সহায়তা করব।
একটি শিল্প হিসাবে, সহস্রাব্দের সাথে জড়িত থাকার জন্য আমাদের অবশ্যই একটি ভাল বাস্তুতন্ত্র প্রদান করতে হবে। এছাড়াও, আমরা নির্মাতাদের উদ্ভাবনী ডিজাইন নিয়ে আসতে উৎসাহিত করব।

ডিজিটাল সিলভার চালু করল এমএমটিসি-পিএএমপি

এমএমটিসি-পিএএমপি ডিজিটাল সিলভার চালু করার ঘোষণা দিয়েছে। পণ্যটি ডিজিটাল গোল্ডের মতোই গ্রাহকদের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করা হবে। গ্রাহকরা কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং পেটিএমের মতো অংশীদারদের কাছ থেকে 999.9-এর বেশি খাঁটি রৌপ্য কিনতে পারেন। ডিজিটালভাবে কেনা পরিমাণের সমতুল্য ভৌত রৌপ্য একটি প্রত্যয়িত ব্যাংক-গ্রেড ভল্টে সংরক্ষণ করা হবে, যা প্রতিদিন তৃতীয় পক্ষের ট্রাস্টি দ্বারা নিরীক্ষা করা হবে।

এমএমটিসি-পিএএমপি ইন্ডিয়ার চিফ ডিজিটাল অফিসার আমুল সাহা বলেন, "ট্রাস্টিশিপকে নিশ্চিত করতে হবে যে নিট বিক্রয় দৃষ্টিকোণ থেকে একদিনের মধ্যে জমা হওয়া ডিজিটাল সোনা বা রুপার পরিমাণ মূল অংশীদারদের দ্বারা বালতিতে ফিরে আসে। ব্যবহারকারীরা তাদের সিলভার হোল্ডিংগুলি পরীক্ষা করতে স্টোরেজ সুবিধাটিতে যেতে পারবেন না। নিরাপত্তাজনিত কারণে এটি অনুমোদিত নয়। তবে ব্যবহারকারীরা অনলাইন হোল্ডিংগুলি পরীক্ষা করতে এবং রিয়েল টাইমে সেগুলি রিডিম করতে পারেন। "

মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের জেমস্টোন জুয়েলারি ফেস্টিভ্যাল শুরু

দেশের অন্যতম বৃহৎ স্বর্ণ ও হীরার রিটেইল চেইন মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস তাদের মূল্যবান রত্ন এবং মিষ্টিবিহীন হীরার সাথে জড়িত খাঁটি সোনার গহনাপ্রদর্শনের জন্য রত্নরত্ন জুয়েলারি উত্সব চালু করেছে। কর্ণাটক জুড়ে স্টোরগুলি ২০ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সংগ্রহটি প্রদর্শন করবে, যা গ্রাহকদের শোয়ের জন্য বিশেষভাবে তৈরি রত্ন ডিজাইনের বিস্তৃত পরিসর অন্বেষণ করার সুযোগ দেবে।

"আমরা জেমস্টোন জুয়েলারি ফেস্টিভ্যাল চালু করতে পেরে এবং প্রাকৃতিক এবং প্রত্যয়িত রত্নপাথরের সাথে জড়িত আমাদের উদ্ভাবনী ডিজাইনগুলি উপস্থাপন করতে পেরে আনন্দিত। ফলস্বরূপ, গহনা ক্রেতারা সর্বোচ্চ গুণমান, বিশুদ্ধতা, যুক্তিসঙ্গত মূল্য এবং বাইব্যাক গ্যারান্টি নিশ্চিত করে আমাদের পণ্য উপভোগ করতে পারেন। এমপি আহমেদ মালাবার গ্রুপের চেয়ারম্যান।

মূল্যবান রত্নসমৃদ্ধ গহনা ভারতের পাশাপাশি বিদেশেও ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। উৎসবে প্রদর্শিত অলঙ্কারগুলির মধ্যে রয়েছে রুবি, নীলমণি এবং পান্না যুক্ত অলঙ্কারগুলি তাদের রঙ এবং রাজকীয় আবেদনের কারণে সর্বাধিক আইকনিক এবং তাদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক তাত্পর্যের জন্যও মূল্যবান।

মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস মানের সার্টিফিকেশন সহ প্রাকৃতিক রত্ন সরবরাহ করে গ্রাহকদের স্বচ্ছতা সরবরাহ করে। ব্র্যান্ডটি তার স্বচ্ছ মূল্য, ন্যায্য মূল্য এবং প্রতিটি ক্রয়ের জন্য বাইব্যাক গ্যারান্টির কারণে বাজার নেতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যা এই জুয়েলারি বিভাগে ব্যাপকভাবে দেওয়া হয় না।

কর্ণাটক সরকার বেঙ্গালুরুতে জুয়েলারি পার্ক স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছে

কর্ণাটক জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন গত বছর মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোমাইয়ের ঘোষণা অনুসারে রাজ্য সরকারকে একটি জুয়েলারি পার্ক স্থাপনের জন্য অনুরোধ করছে। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রশান্ত মেহতার মতে, সরকার প্রকল্পের জন্য জমি চিহ্নিত করতে না পারায় প্রস্তাবটি অচলাবস্থায় রয়েছে।

সূত্রের খবর, কর্ণাটকের শিল্পমন্ত্রী মুরুগেশ নিরানির সঙ্গে দেখা করেছেন সংগঠনটি। তবে বেঙ্গালুরুতে জমি রক্ষণাবেক্ষণ একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংস্থাটি বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরের কাছে জায়গা চেয়েছিল। "আমরা প্রতিবেশী জেলাগুলির বেশ কয়েকটি জেলা প্রশাসককেও চিঠি দিয়েছি। তবে এখন পর্যন্ত কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। "

এদিকে, মন্ত্রী কালাবুর্গিতে ১০০ একর জমিতে একটি পার্ক স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছেন যেখানে গ্রাহকরা এক ছাদের নীচে স্বর্ণ কিনতে পারবেন। নিরানি বলেন, "কালবুর্গিতে একটি বিমানবন্দর এবং পার্কের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো থাকার ফলে এই শিল্পটি আরও শক্তিশালী হবে। যতদিন বেঙ্গালুরুতে একটি প্রাথমিক পার্ক রয়েছে, গহনা শিল্প কালবুর্গিতে একটি পার্ক স্থাপনের ধারণার জন্য উন্মুক্ত।

সমিতির সভাপতি বলেছিলেন যে নির্মাতাদের ছোট দলগুলি নাগরথপেট এলাকার নোংরা জায়গা থেকে কাজ করে। সরকার যদি বেঙ্গালুরুতে পার্কের জন্য জমি দেয় তবে তারা আরও ভাল কাজের পরিবেশ পাবে। বেঙ্গালুরু দক্ষিণ ভারতে সোনার গহনা উত্পাদনের কেন্দ্র ছিল। বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরও সর্বাধিক পরিমাণে স্বর্ণ আমদানি করে। এই ধরনের পার্কগুলি শিল্পকে উৎসাহিত করবে," তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রে অনুরূপ পার্কগুলি কাজ করছে।

অলঙ্কার খাতে বাজেটের প্রভাব নগণ্য: শুভঙ্কর সেন

সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের এমডি এবং সিইও শুভঙ্কর সেন বলেছেন, ২০২৩ সালের বাজেট ভারতেই যারা সোনার গহনা তৈরি করছেন তাদের উপর খুব কম প্রভাব ফেলবে।

যেহেতু চলতি অর্থবছরের শুরুতে স্বর্ণ ও প্ল্যাটিনাম স্টিকের ওপর শুল্ক বাড়ানো হয়েছিল, তাই সোনার বারগুলির দামে বাজেটের কোনও নতুন প্রভাব পড়বে না। '

তাঁর মতে, মোট স্বর্ণ আমদানির একটি ছোট শতাংশ দরজা আমদানি, তাই কেবল মাত্র ডোর ডিউটি 2.5% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা স্থানীয় শোধনাগারগুলির ব্যবসায় প্রভাব ফেলতে পারে।

গয়না আমদানির উপর কর বাড়ানো হয়েছে যা আবার আমাদের ব্যবসায়কোনও প্রভাব ফেলবে না কারণ সেনকো গোল্ড এবং ডায়মন্ড এবং গহনা শিল্পের বেশিরভাগ সদস্য সোনার গহনা আমদানি করেন না। আমরা ব্যাঙ্ক থেকে সোনার বার কিনি এবং আমাদের সমস্ত গহনা ভারতে তৈরি।

সিলভার বার, ডোরের উপর আমদানি শুল্ক ২.৫% বৃদ্ধি করা হয়েছে যা সিলভারওয়্যার এবং গহনা শিল্পে কোনও নতুন প্রভাব ফেলবে না। '

SUVANKAR SEN, MD & CEO of Senco Gold & Diamonds

কল্যাণ জুয়েলার্সের নিট মুনাফা বছরে ১০ শতাংশ বেড়ে ১৪৮ কোটি টাকা

২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে কল্যাণ জুয়েলার্সের কর-পরবর্তী সমন্বিত মুনাফা ১০.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৮.৪৩ কোটি টাকা হয়েছে। একই ত্রৈমাসিকে সংস্থাটি ১৩৪.৫২ কোটি টাকার নিট মুনাফা করেছে। গত অর্থবছরে।

গত অর্থবছরে। ২০২২ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে কল্যাণ জুয়েলার্সের সমন্বিত রাজস্ব ১৩ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৩,৮৮৪ কোটি টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৩,৪৩৫ কোটি টাকা। সুদ, কর, অবমূল্যায়ন এবং অ্যামর্টাইজেশন (ইবিআইটিডিএ) এর আগে এর আয় রেকর্ড করা হয়েছে ৩২৭ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই প্রান্তিকে ছিল ২৯৯ কোটি টাকা।

"স্বর্ণের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি সত্ত্বেও বিয়ের মরসুমে চলমান চাহিদার কারণে আমরা সমস্ত বাজারে রাজস্ব এবং গ্রাহক সংখ্যায় অসাধারণ গতি দেখতে পাচ্ছি। এছাড়াও, সম্প্রতি সমাপ্ত ত্রৈমাসিকে, আমরা এই সময়ের মধ্যে 52 টি শোরুম খোলার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছি। ক্যালেন্ডার বছর 2023। কল্যাণ জুয়েলার্স ইন্ডিয়ার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রমেশ কল্যাণরমন বলেন, "এই কৌশলের অংশ হিসাবে, আমরা গত তিন-চার মাসে আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ তৈরিতে উল্লেখযোগ্য সময় এবং প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করেছি।

ভারতীয় অপারেশনগুলি এই ত্রৈমাসিকে ২৭৬ কোটি টাকার ইবিআইটিডিএ রেকর্ড করেছে, যা গত বছরের একই ত্রৈমাসিকে ২৫৩ কোটি টাকা ছিল। এদিকে, এই ত্রৈমাসিকের জন্য স্বতন্ত্র পিএটি (ইন্ডিয়া) দাঁড়িয়েছে ১৩৩ কোটি টাকা, যা আগের অর্থবছরের একই প্রান্তিকে ছিল ১১৮ কোটি টাকা।

ই-কমার্স বিভাগ, ক্যান্ডারে এই ত্রৈমাসিকে ৪৪ কোটি টাকা আয় করেছে, যা গত বছরের একই প্রান্তিকে ছিল ৪৭ কোটি টাকা। তবে এই ত্রৈমাসিকে লোকসান হয়েছে ১.৭ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই প্রান্তিকে ছিল ২৬ লক্ষ টাকা। মধ্যপ্রাচ্যে ২০২০-২৩ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে মোট রাজস্ব ২৪ শতাংশ বেড়ে ৬৪১ কোটি টাকা হয়েছে, যা আগের বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ছিল ৫১৫ কোটি টাকা।

মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল কোম্পানির সামগ্রিক সমন্বিত রাজস্বে প্রায় 16.5 শতাংশ অবদান রেখেছিল। মধ্যপ্রাচ্যের অপারেশনগুলি গত বছরের একই ত্রৈমাসিকে ৪৬ কোটি টাকার তুলনায় এই ত্রৈমাসিকে ৫২ কোটি টাকার ইবিআইটিডিএ রেকর্ড করেছে।

গত বছরের একই ত্রৈমাসিকে ১৬ কোটি টাকার পিএটির তুলনায় এই ত্রৈমাসিকের জন্য পিএটি ছিল ১৭ কোটি টাকা।

কাতার এয়ারওয়েজ দোহা জুয়েলারি ও ঘড়ি প্রদর্শনী ২০২৩ স্পন্সর করবে

কাতার এয়ারওয়েজ ঘোষণা করেছে যে তারা দোহা জুয়েলারি অ্যান্ড ওয়াচস এক্সিবিশনের (ডিজেডব্লিউই) ২০২৩ সংস্করণের পৃষ্ঠপোষকতা করবে, যা কাতারের বার্ষিক সামাজিক ক্যালেন্ডারের দীর্ঘতম চলমান এবং বহুল প্রতীক্ষিত ইভেন্টগুলির মধ্যে একটি। উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত এই অনন্য বিজনেস-টু-কনজিউমার ইভেন্টটি সারা বিশ্ব থেকে কাতারে ৩০,০০০ এরও বেশি দর্শককে আকৃষ্ট করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কাতারের দোহা এক্সিবিশন অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টারে ২০ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছয় দিনব্যাপী ডিজেডব্লিউই চলবে, যেখানে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত ৫০০ টিরও বেশি গহনা এবং ঘড়ি ব্র্যান্ডের অসাধারণ কারুশিল্প দেখে দর্শনার্থীরা অবাক হবেন।

কাতার এয়ারওয়েজের গ্রুপ চিফ এক্সিকিউটিভ আকবর আল বাকের বলেন, 'দোহা জুয়েলারি অ্যান্ড ওয়াচস প্রদর্শনী একটি অনন্য ক্যালেন্ডার নিয়ে একটি চমৎকার ফেব্রুয়ারির শুরু।

"ডিজেডব্লিউই'র ১৯তম সংস্করণ কাতারের বার্ষিক জাতীয় ইভেন্টের দীর্ঘতম চলমান এবং বহুল প্রতীক্ষিত ইভেন্টগুলির মধ্যে একটি। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে দোহা গন্তব্যের প্রচার এবং দোহা ভিত্তিক ইভেন্টগুলি উদযাপনের জন্য ডিজাইন করা বিশেষ ছুটির প্যাকেজ গুলি তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা স্পনসরশিপ চুক্তি ঘোষণা করা, পাশাপাশি ফেব্রুয়ারিতে ফিফা বিশ্বকাপ কাতার 2022 এর উত্তরাধিকার। "

২০২২ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইতালির গহনা রফতানি বেড়েছে ২১ শতাংশ

২০২২ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রায় ১ বিলিয়ন ইউরোমূল্যের গহনা রফতানির জন্য ইতালি তৃতীয় বিশ্বব্যাপী মূল্যবান পণ্য সরবরাহকারী। সংযুক্ত আরব আমিরাতের গ্রাহকদের কাছ থেকে ইতালীয় গয়নার চাহিদা বাড়ছে। দেশটি এখন সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ভারত এবং তুরস্কের পরে) তৃতীয় বৈশ্বিক সরবরাহকারী হিসাবে ১১ শতাংশ বাজার শেয়ার নিয়ে অবস্থান করছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত লরেঞ্জো ফুনারা বলেন, "মেড ইন ইতালি গুণমান, নির্ভরযোগ্যতা, সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যের সমার্থক। স্বর্ণ ও রৌপ্য গহনা উত্পাদন ইতালীয় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান স্থান। এটি তার সবচেয়ে রফতানিমুখী খাতগুলির মধ্যে একটি: এর টার্নওভারের প্রায় 85 শতাংশ বিদেশী বাজার থেকে আসে।

এই মানটি অবশ্যই সংযুক্ত আরব আমিরাতে স্বীকৃত হয়েছে, ইতালিকে 11 শতাংশ বাজার শেয়ারের সাথে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম বৈশ্বিক সরবরাহকারী করে তুলেছে। এমন একটি দেশে যেখানে বিলাসবহুল পণ্যের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে, জুয়েলারি জেম অ্যান্ড টেকনোলজি দুবাই এই সেক্টরে ইতিমধ্যে শক্তিশালী ব্যবসায়িক বন্ধনকে শক্তিশালী করার একটি নিখুঁত সুযোগ।

কোন দেশ বিলাসবহুল আইটেমগুলিতে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করে?

চ্যানেল ব্যাগ থেকে রোলেক্স ঘড়ি পর্যন্ত বিলাসবহুল পণ্যগুলি দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বজুড়ে ভোক্তাদের মধ্যে জনপ্রিয় এবং এই প্রবণতাটি ধীর হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখায় না। অনেক দেশে বিলাসবহুল আইটেমগুলিতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে একটি দেশ এখন দক্ষিণ কোরিয়া, মাথাপিছু বিলাসবহুল পণ্যগুলিতে বিশ্বের বৃহত্তম ব্যয়কারী।

মরগান স্ট্যানলির বিশ্লেষকদের মতে, ২০২২ সালে বিলাসবহুল পণ্যের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যয় ২৪ শতাংশ বেড়ে ১৫.৪ বিলিয়ন ইউরো বা মাথাপিছু প্রায় ৩০০ ইউরো হয়েছে। এটি চীনা এবং মার্কিন নাগরিকদের মাথাপিছু ব্যয় করা € 46 এবং € 234 এর চেয়ে অনেক বেশি।

বিলাসবহুল পণ্যগুলির এই অব্যাহত চাহিদাকে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক অবস্থান প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা সহ বেশ কয়েকটি কারণের জন্য দায়ী করা যেতে পারে। অন্যান্য সমাজের মতো, কোরিয়ান সমাজে সম্পদ প্রদর্শন করা সামাজিকভাবে আরও গ্রহণযোগ্য। ম্যাককিনসে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, মাত্র ২২ শতাংশ কোরিয়ান বিশ্বাস করেন যে বিলাসবহুল পণ্যের স্বাদ খারাপ, অন্যদিকে ৪৫ শতাংশ জাপানি এবং ৩৮ শতাংশ চীনা উত্তরদাতা একমত হয়েছেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিলাসবহুল বাজার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে এবং কোভিড -১৯ মহামারী এই বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে। উপরন্তু, অনেক ভোক্তা অনলাইনে কেনাকাটা করতে বেছে নিয়েছে, বিলাসবহুল ব্র্যান্ডগুলি ই-কমার্স বিক্রয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় বিলাসিতার উন্মাদনা ব্র্যান্ডগুলির জন্য উপকারী। উদাহরণস্বরূপ, মনক্লার জানিয়েছে যে দক্ষিণ কোরিয়ায় তার রাজস্ব ২০২০ সালের তুলনায় ২০২২ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। এশিয়ার দেশ। দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রমবর্ধমান বিলাসবহুল বাজার ছাড়াও, বিলাসবহুল ব্র্যান্ডগুলি

চীনের বিলাসবহুল বাজার পাঁচ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো কমেছে

বাইন চায়না লাক্সারি রিপোর্ট ২০২৩ অনুযায়ী, চীনের ব্যক্তিগত বিলাসবহুল বাজার পাঁচ বছরের সূচকীয় বৃদ্ধির পরে, ২০২২ সালে বছরে ১০ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। অন্যান্য উদীয়মান বাজারের তুলনায় বিলাসবহুল প্রবৃদ্ধি এবং ২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিক শেষ হওয়ার আগে "ইতিবাচক পরিস্থিতি" ফিরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই মন্দা মূলত কোভিড-১৯ সম্পর্কিত ইস্যুগুলির কারণে হয়েছিল, যার মধ্যে প্রধান শহরগুলিতে লকডাউনও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার ফলে মানুষের সংখ্যা ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। তদুপরি, রিয়েল এস্টেট বাজারে মন্দা এবং সারা দেশে সামগ্রিক নেতিবাচক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ভোক্তাদের আস্থা হ্রাস ভোগ ক্ষমতাকে দুর্বল করেছে। বেতনবিহীন লোকের উচ্চ হার এবং কম ডিসপোজেবল আয়কেও একই জন্য দায়ী করা যেতে পারে।

২০২২ সালে, পর্যাপ্ত অনলাইন অনুপ্রবেশের বিভাগগুলি আরও ভাল পারফরম্যান্স করেছে এবং লকডাউনদ্বারা কম প্রভাবিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, লাক্সারি বিউটি, যার অনলাইন অনুপ্রবেশ 50 শতাংশ, মাত্র 6 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তুলনামূলকভাবে, 10 থেকে 15 শতাংশ অনলাইন অনুপ্রবেশের বিভাগগুলি আরও উন্মুক্ত ছিল: ঘড়ির বাজার বিক্রয় 20 থেকে 25 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে; ফ্যাশন ও লাইফস্টাইলে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ পতন; আর গহনা ও চামড়াজাত পণ্যের দাম কমেছে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ।

"যদিও ২০২২ সালে বেশিরভাগ ব্র্যান্ডের পতন দেখা গেছে, কিছু চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি সত্ত্বেও স্থিতিশীল বা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনটি কারণ তাদের সাফল্যে অবদান রেখেছে - প্রথমত, বড় ব্র্যান্ডগুলি গড়ে ছোট খেলোয়াড়দের ছাড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, মর্যাদাপূর্ণ পোর্টফোলিওযুক্ত ব্র্যান্ডগুলি ট্রেন্ডি বা মৌসুমী গুলির চেয়ে ভাল পারফরম্যান্স করেছে। পণ্যদ্রব্য। সাংহাইভিত্তিক বেইন অ্যান্ড কোম্পানির সিনিয়র পার্টনার ব্রুনো ল্যানস বলেন, 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রাহকদের (ভিআইসি) উচ্চ ঘনত্বের ব্র্যান্ডগুলো আরও ভালো পারফর্ম করে।

www.mediaguardians.in
Content & Media Partner
MEDIA GUARDIANS
director@mediaguardians.in

ALL INDIA GEM AND JEWELLERY DOMESTIC COUNCIL
PROMOTING • PROTECTING • PROGRESSING
1501 & 1502, 15th Floor, Panchratna Building, Mama Parmanand Marg, Opera House, Charni Road East, Mumbai 400004
Tel: 91-22-6738 2700 • Fax: 91-22-6738 2706 • Email: info@gic.org.in • Website: www.gic.org.in
CIN U91990MH2005NPL 154999
Formerly known as "ALL INDIA GEMS AND JEWELLERY TRADE FEDERATION"

Disclaimer

"The information included in this email is reserved to the addressee only. You may not disclose this email or any its attachments to any third party. GJC puts the security of its members/ subscribers at a high priority. Accordingly, we have put efforts into ensuring that the attached newsletter is error and virus-free. Unfortunately, full security of the email cannot be ensured as, despite our efforts, the data included in emails could be infected, intercepted, or corrupted. Therefore, we recommend that the recipient should check the email for threats with proper software, as GJC does not accept liability for any damage inflicted by viewing the content of this email. Further, GJC accepts no liability for the contents of this email/newsletter or for the consequences of any action taken on the basis of the information provided, unless the information is subsequently confirmed in writing by GJC.